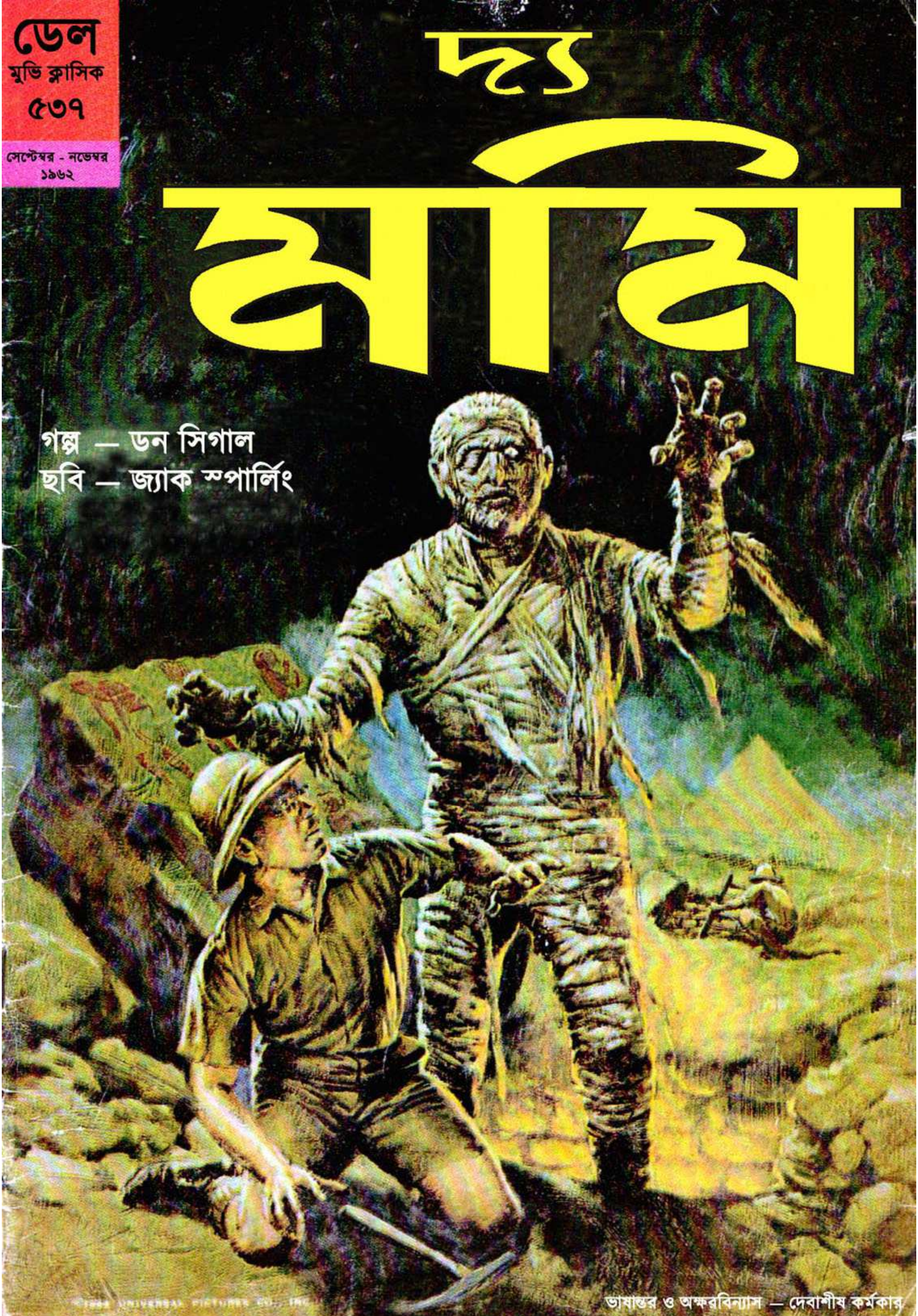
ডেল
মুভি ক্লাসিক
৫৩৭
সেপ্টেম্বর - নভেম্বর
১৯৬২
দ্য
মামি
গল্প — ডন সিগাল
ছবি — জ্যাক স্পার্লিং
UNIVERSAL PICTURES CO., INC.
ভাষান্তর ও অক্ষরবিন্যাস — দেবাশীষ কর্মকার

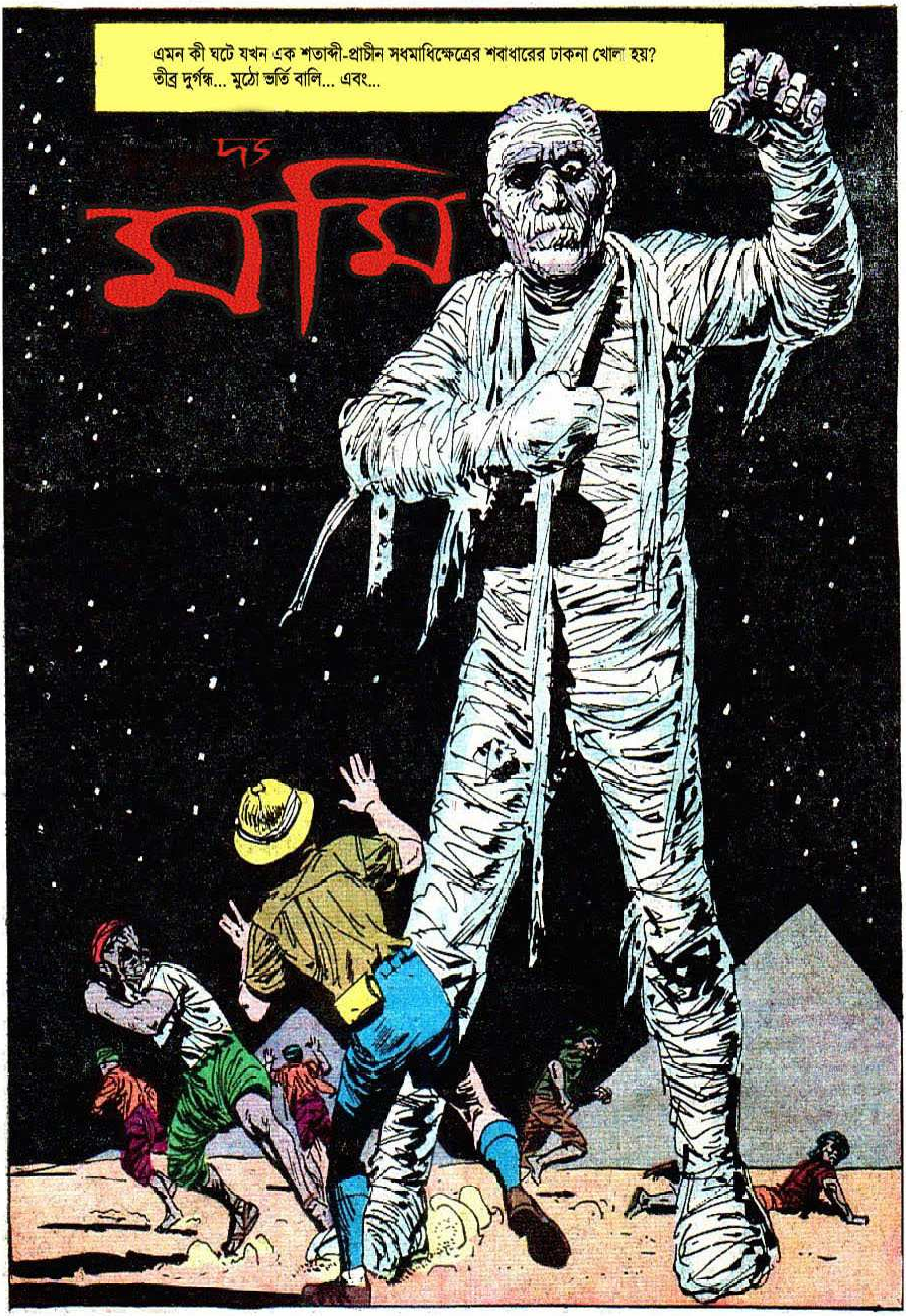
এমন কী ঘটে যখন এক শতাব্দী-প্রাচীন সধমাধিক্ষেত্রের শবাধারের ঢাকনা খোলা হয়?
তীব্র দুর্গন্ধ... মুঠো ভর্তি বালি... এবং...
দ্য
মমি

ছায়াহীন জনশূন্য এক মিশরীয় মরুভূমির অন্তর থেকে এক খ্যানখ্যানে আওয়াজ শোনা গেল...
এফেন্দি, জলদি আসুন! একটা সিঁড়ি খুঁজে পেয়েছি!
ওদেরকে আরও জলদি খুঁড়তে বলো! সবাইকে দ্বিগুণ বখশিশ দেব!
দ্বিগুণ বখশিশের কথা শুনে সবারই মন খুশিতে নেচে উঠল। নির্মম সূর্যের তাপে সাদা সাদা দাঁতগুলো ঝকমক করে উঠল! অতি উৎসাহের সাথে কাজ চলতে লাগল...
ওদেরকে বলো এভাবেই কাজ করতে থাকলে ওরা তিনগুণ বখশিশ পাবে!
একটা দরজা! দরজার সীলমোহরটা অটুট আছে! এই সমাধিতে এর আগে কেউ লুটপাট চালায়নি!
এটা কি রাজবংশীয় সীলমোহর?
এফেন্দি, এই জায়গাটা কিন্তু **অভিশপ্ত!** এখনই সব চাপাচুপি দিয়ে এখান থেকে পালাই চলুন!
ebongcomics.blogspot.com

এটা তো সেথের সীলমোহর... **প্রাচীন মিশরের অমঙ্গলের দেবতা!** এফেন্দি, আমি হাতজোড় করছি...
আর আমি তোমাকে তোমার মাথাটা খাটাতে বলছি!
লুটপাটের হাত থেকে ফারাওয়ের সমাধি রক্ষা করার জন্যেই এখানে সেথের সীলমোহর লাগানো হয়েছে, যাতে ভয় পেয়ে যেন কেউ এরমধ্যে না ঢোকে! এবার দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করো!
ওঃ... (গোঙানি)... না!
আবার কী হল?
সমাধিকক্ষটার দেওয়ালে খুব বেশি একটা হায়ারোগ্লিফিক্সের কাজ নেই! এর একটাই মানে হয়!
এখানে যে অনামা ব্যক্তিকে সমাধি দেওয়া হয়েছে সে এতটাই **অশুভ** ছিল... যে কারোরই তার সম্বন্ধে কিছু লেখার সাহস হয়নি! এফেন্দি, এই সমাধি আবিষ্কারের চিন্তা আমাদের মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে!
ebongcomics.blogspot.com

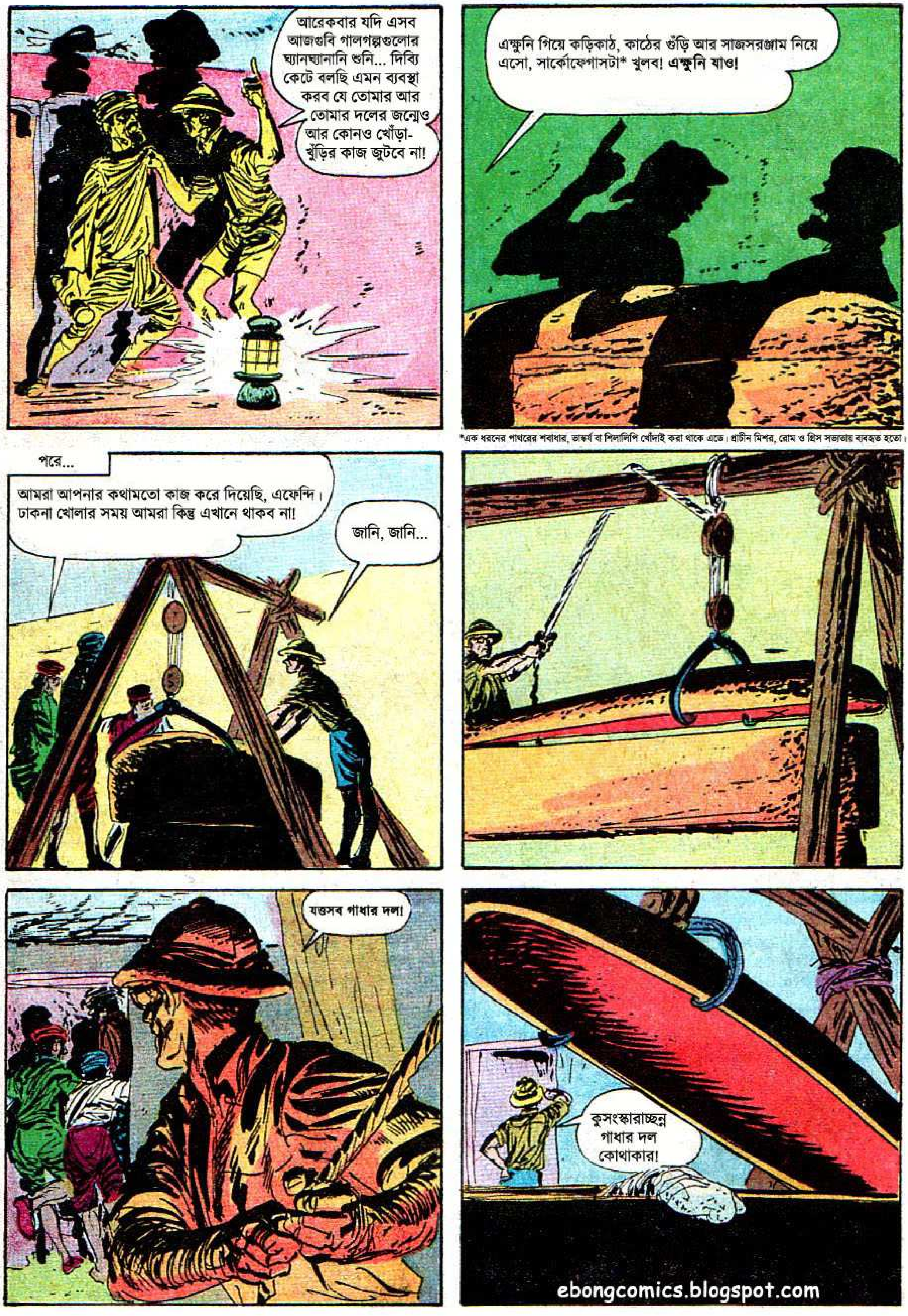

*এক ধরনের পাথরের শবাধার, ভাস্কর্য বা শিলালিপি খোদাই করা থাকে এতে। প্রাচীন মিশর, রোম ও গ্রিস সভ্যতায় ব্যবহৃত হতো।

(উফ) নীচটায় কী গুমোট রে বাবা... দমবন্ধ হয়ে আসছে!
ওটা আবার কী?
সমাধিকক্ষটির মধ্যে একটা মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল... পা টেনে টেনে হাঁটার শব্দ... প্রায় ফিসফিসের মতো, আস্তে আস্তে...
আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল, খুবই কাছে...
ন্-ন্-না! না! না!
কালের আঁধারে ডুবে থাকা এক ঘড়ঘড়ে, অশরীরী স্বর কয়েকটা কথাই বারবার আবৃত্তি করতে লাগল যেন...
পশ্চিমদেশের মানুষ... তুমি আমাকে মুক্ত করেছ!
ebongcomics.blogspot.com

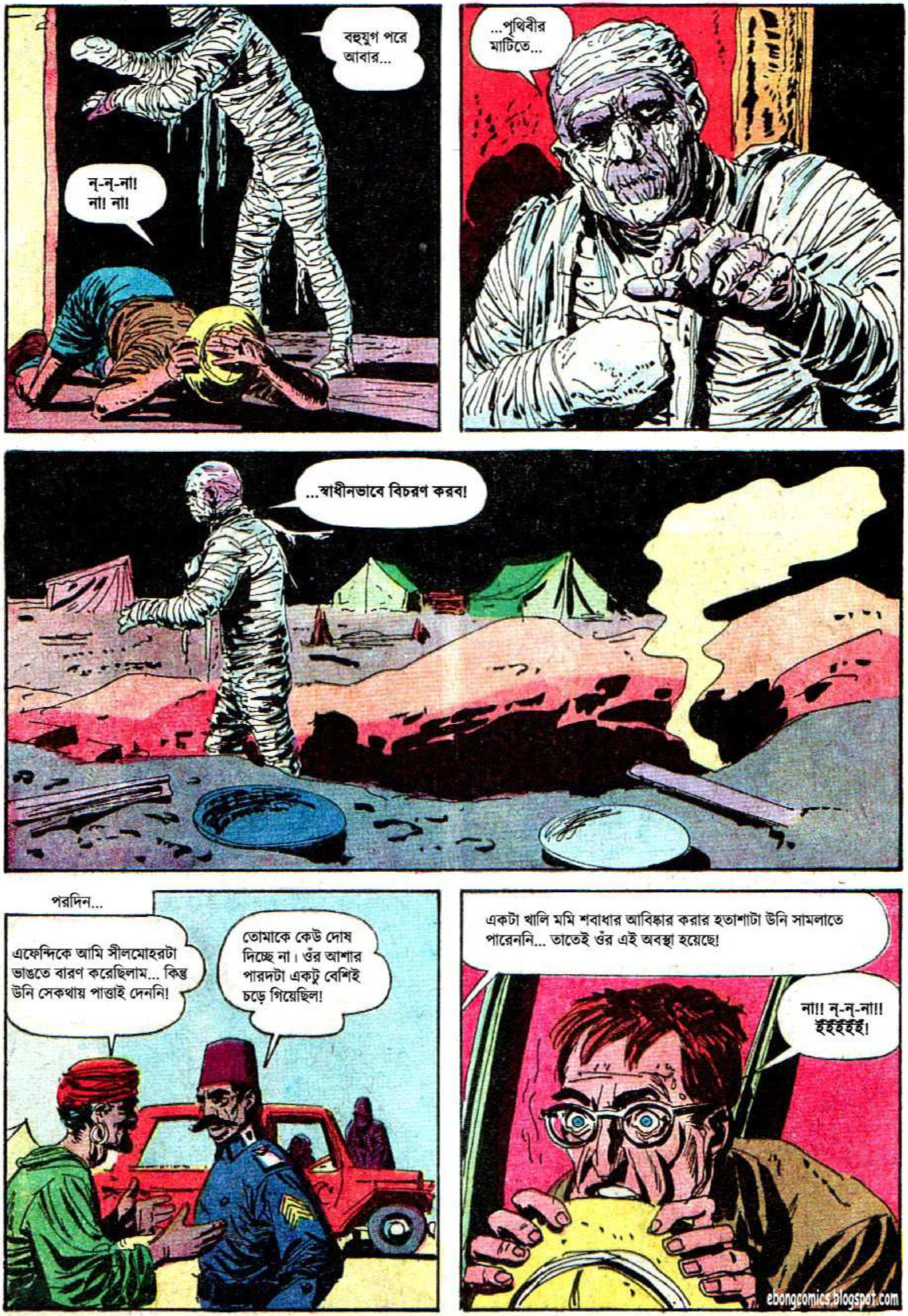
বহুযুগ পরে আবার...
ন্-ন্-না! না! না!
...পৃথিবীর মাটিতে...
...স্বাধীনভাবে বিচরণ করব!
পরদিন...
এফেন্দিকে আমি সীলমোহরটা ভাঙতে বারণ করেছিলাম... কিন্তু উনি সেকথায় পাত্তাই দেননি!
তোমাকে কেউ দোষ দিচ্ছে না। ওঁর আশার পারদটা একটু বেশিই চড়ে গিয়েছিল!
একটা খালি মমি শবাধার আবিষ্কার করার হতাশাটা উনি সামলাতে পারেননি... তাতেই ওঁর এই অবস্থা হয়েছে!
না!! ন্-ন্-না!! ইইইইই!
ebongcomics.blogspot.com

কয়েকদিন পর, মিশরের অন্যতম প্রাচীন বংশের সমৃদ্ধশালী তরুণ বংশধর সেনমুট নাগিবের সুবিশাল প্রাসাদে...
নোংরা পুঁথিটা এখানে এল কীভাবে?
আমি নিজের হাতে কিছুক্ষণ আগেই টেবিলটা পরিষ্কার করেছি... কিন্তু বিশ্বাস করুন, তখন টেবিলটা খালিই ছিল!
হাঁ করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে এক্ষুনি এখান থেকে এটাকে বিদেয় কর!
এবার দূর হ এখান থেকে! আমায় এখন আর বিরক্ত করবি না!
ebongcomics.blogspot.com
(ঢোঁক)

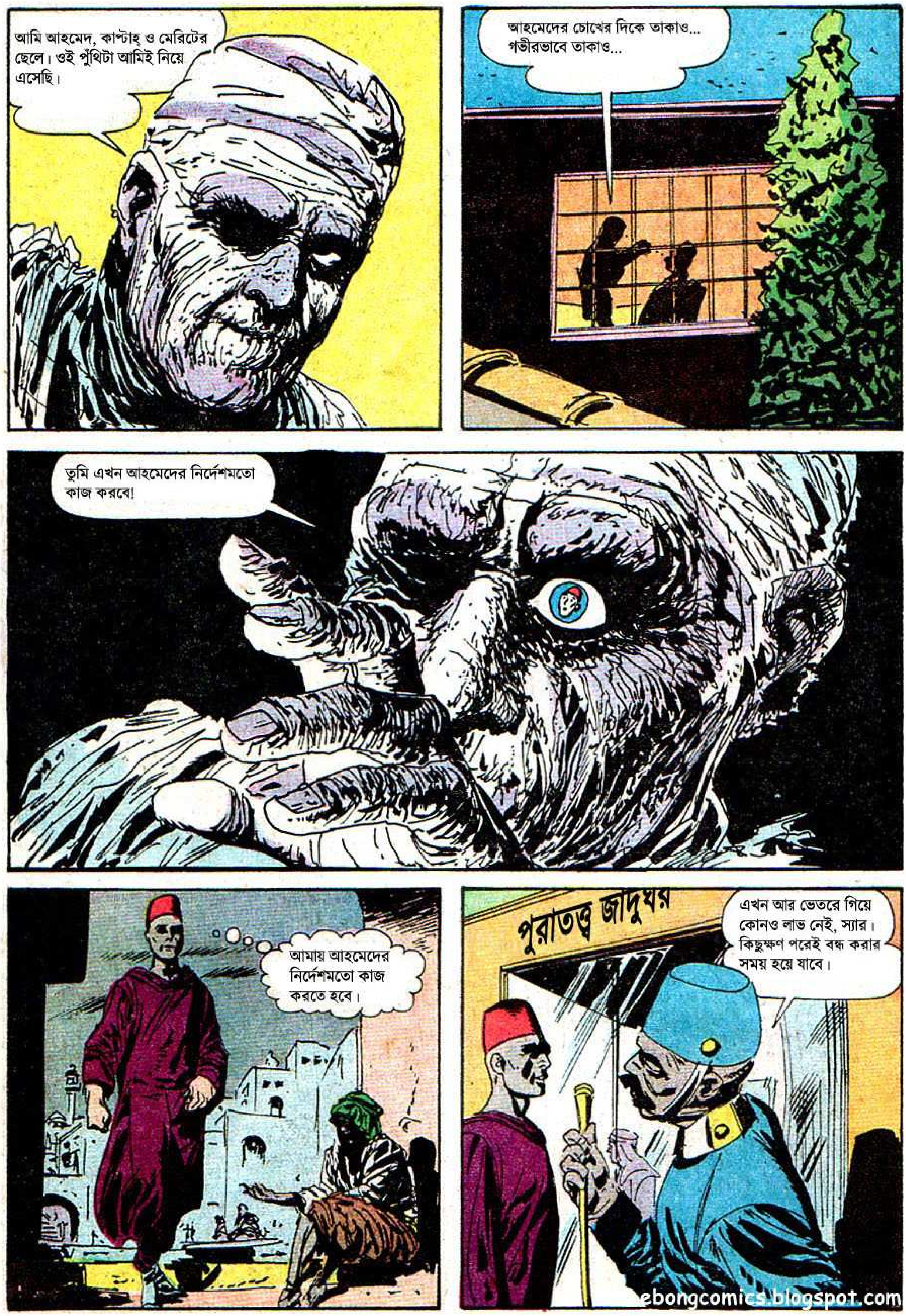

ebongcomics.blogspot.com

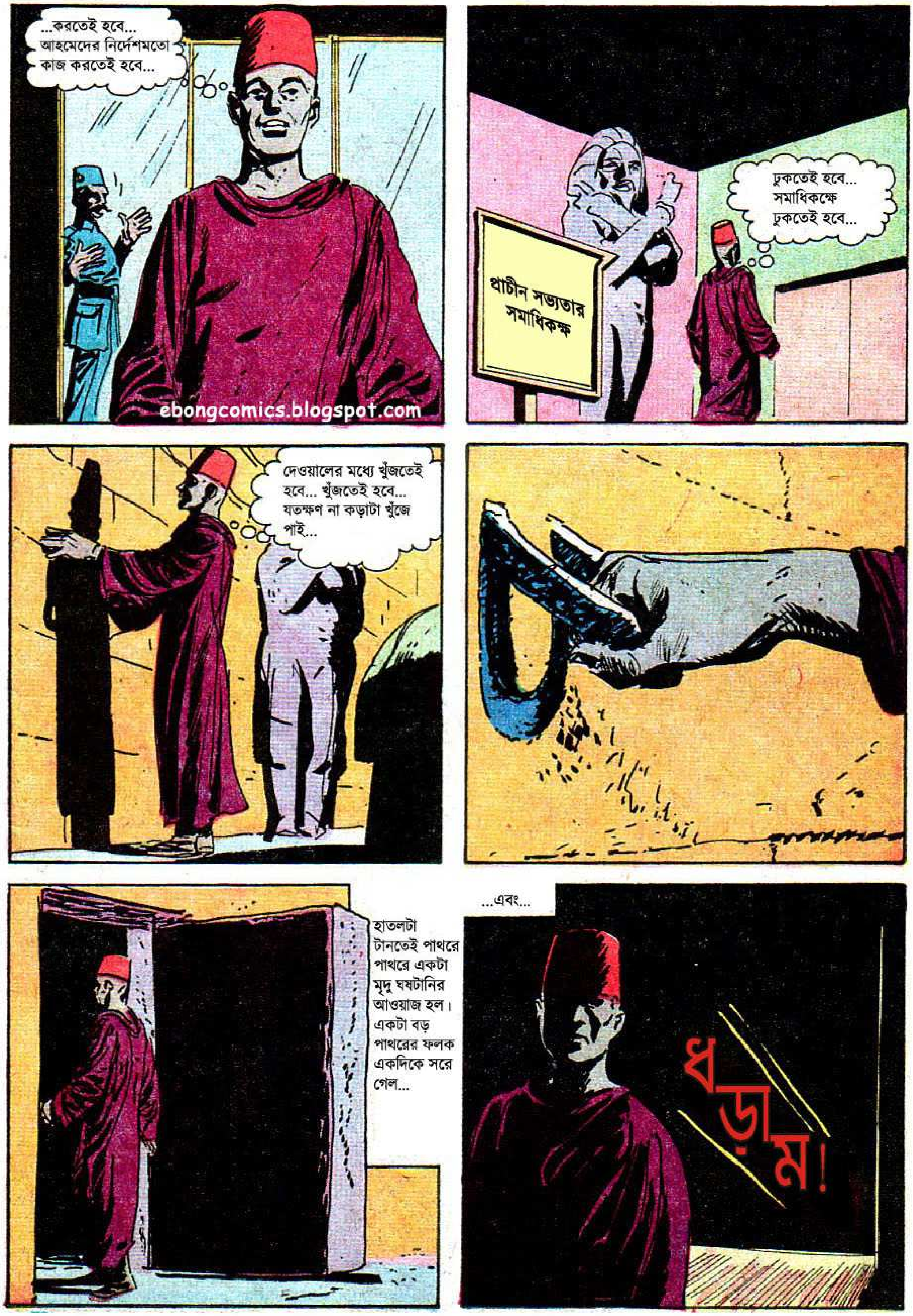
...করতেই হবে... আহমেদের নির্দেশমতো কাজ করতেই হবে...
ebongcomics.blogspot.com
প্রাচীন সভ্যতার সমাধিকক্ষ
ঢুকতেই হবে... সমাধিকক্ষে ঢুকতেই হবে...
দেওয়ালের মধ্যে খুঁজতেই হবে... খুঁজতেই হবে... যতক্ষণ না কড়াটা খুঁজে পাই...
হাতলটা টানতেই পাথরে পাথরে একটা মৃদু ঘষটানির আওয়াজ হল। একটা বড় পাথরের ফলক একদিকে সরে গেল...
...এবং...
ধড়াম!

ebongcomics.blogspot.com

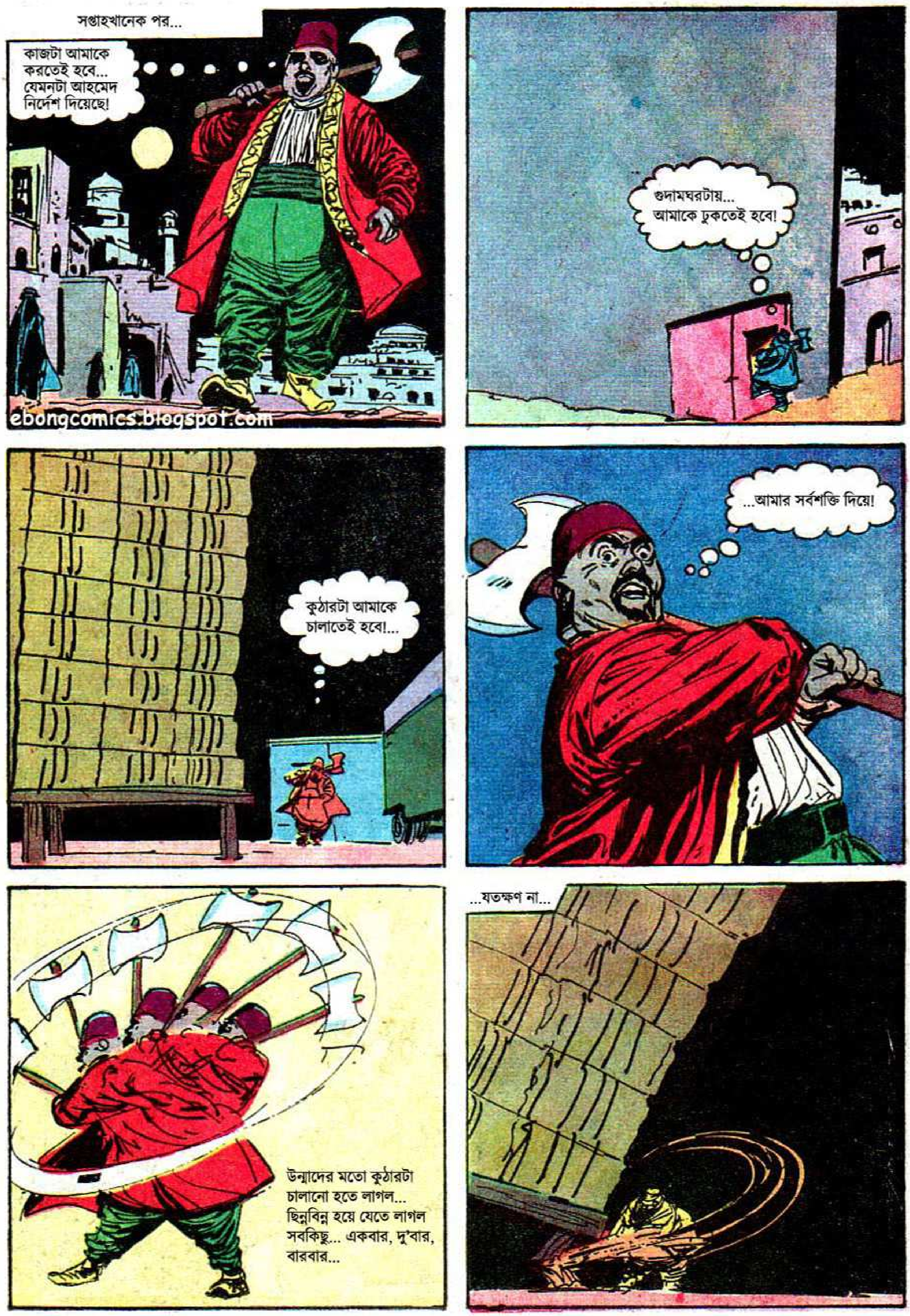
সপ্তাহখানেক পর...
কাজটা আমাকে করতেই হবে... যেমনটা আহমেদ নির্দেশ দিয়েছে!
ebongcomics.blogspot.com
গুদামঘরটায়... আমাকে ঢুকতেই হবে!
কুঠারটা আমাকে চালাতেই হবে!...
...আমার সর্বশক্তি দিয়ে!
উন্মাদের মতো কুঠারটা চালানো হতে লাগল... ছিন্নবিন্ন হয়ে যেতে লাগল সবকিছু... একবার, দু'বার, বারবার...
...যতক্ষণ না...

এ আমি কী করলাম?
আরেকজন খতম...
আরও অনেকেই মরবে...
আহমেদ আদেশ করলেই মরবে!
ebongcomics.blogspot.com

কয়েকদিন পর...
আচ্ছা বার্ট, আমেরিকায় যুবতী মেয়েদের দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকাটাকে কি শালীনতার চোখে দেখা হয়?
সেক্ষেত্রে তোমার কপাল খারাপই বলতে হবে, কিপা। যখন তোমার মতো কোনও অতুলনীয় মিশরীয় মেয়ে সামনে এসে উপস্থিত হয়, তখন এক তরতাজা যুবক প্রত্নতত্ত্ববিদের হাঁ করে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না!
তখনই...
এটা এক্ষুনি খুঁজে পেলাম। আপনার নাম করে কেউ এটা পাঠিয়েছে!
হায়ারোগ্লিফিক্সে লেখা একটা পুঁথি কেই'বা পাঠাবে আমাকে? মনে হয় ভুল করে পাঠিয়েছে!
হুম... আমি একটু চোখ বোলাতে পারি কি?
আমি একটু কেনাকাটা করে আসি, তুমি ততক্ষণ নির্ঝঞ্ঝাটে প্রাচীন লেখার সংকেতোদ্ধার করো'খন!
ebongcomics.blogspot.com

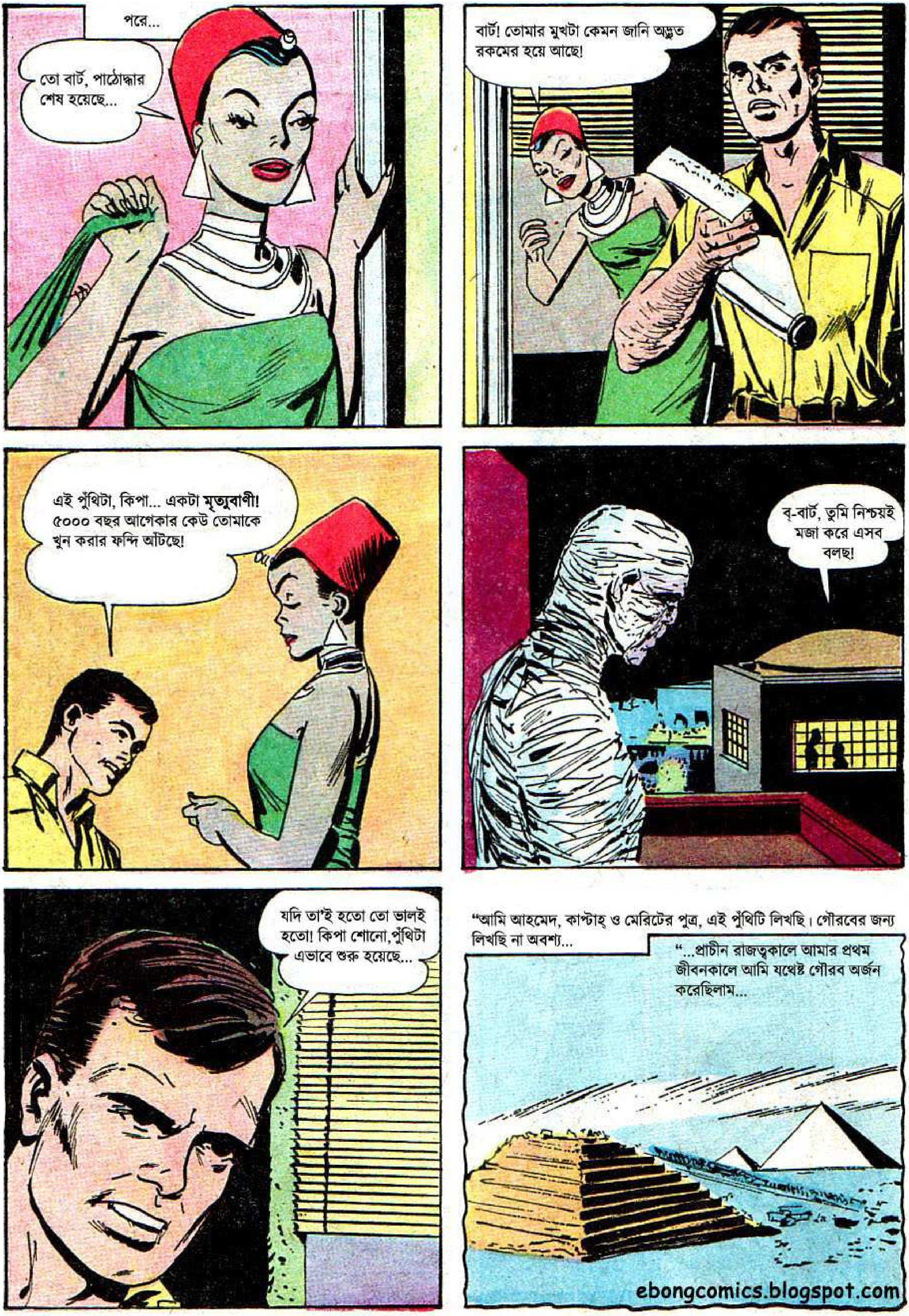
পরে...
তো বার্ট, পাঠোদ্ধার শেষ হয়েছে...
বার্ট! তোমার মুখটা কেমন জানি অদ্ভুত রকমের হয়ে আছে!
এই পুঁথিটা, কিপা... একটা মৃত্যুবাণী! ৫০০০ বছর আগেকার কেউ তোমাকে খুন করার ফন্দি আটছে!
ব্-বার্ট, তুমি নিশ্চয়ই মজা করে এসব বলছ!
যদি তা'ই হতো তো ভালই হতো! কিপা শোনো,পুঁথিটা এভাবে শুরু হয়েছে...
"আমি আহমেদ, কাপ্টাহ্ ও মেরিটের পুত্র, এই পুঁথিটি লিখছি। গৌরবের জন্য লিখছি না অবশ্য...
"...প্রাচীন রাজত্বকালে আমার প্রথম জীবনকালে আমি যথেষ্ট গৌরব অর্জন করেছিলাম...
ebongcomics.blogspot.com

"আমি এক সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি ছিলাম। দাসেরা আমার দণ্ডকে ভয় করত এবং প্রহরীরা আমার সামনে নতজানু হতো। একজন মানুষের সকল রকমের আকাঙ্খার অধিকারী ছিলাম আমি। কিন্তু আরও বহু মানুষের মতোই আমার আকাঙ্খার সীমা ছিল না...
"সেই আকাঙ্খা পূরণ করতেই আমি সেথের উপাসনা করা শুরু করি...
হে অমঙ্গলের দেবতা, তন্ত্রমন্ত্রের উপাসনাকারীর পূজ্য দেবতা... আমাতে সঞ্চার হোন!
ebongcomics.blogspot.com
"এক অতিপ্রাকৃত দীপ্তিতে আশপাশ ঝলমল হয়ে উঠল। ঘূর্ণির মতো আমার মাথা চক্রাকারে ঘুরতে লাগল...
আপনি আমাতে বিলীন হয়েছেন! আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আপনার শক্তি অনুভব করতে পারছি! হে সেথ, আমি আজীবন আপনার উপাসনা করে যাব!
"সেথ আমাকে কালোজাদুর কলাকৌশলের এমনই অধিকারী করলেন যে ক্ষমতায় আমি মিশরের সকল যাজকদের ছাপিয়ে গেলাম...
এ কী কৌশল! সত্যি বলছি, এই আহমেদ মানুষরূপী এক জিন!
কিন্তু আপনি কি কানাঘুষোগুলো শুনেছেন? লোকেরা বলাবলি করছে আহমেদের জাদু নাকি কালোজাদু... ও নাকি সেথের উপাসনা করছে!

"আমার কলাকৌশল আরও বিস্ময়কর হতে লাগল...
দিনে দিনে আহমেদের ক্ষমতা বেড়েই চলেছে!
কিন্তু ও দেবালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে কেন? সেথের উপাসনা করছে বলে কি?
"...যতদিন না আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হলাম...
ফারাও আমার জাদুর ক্ষমতা দেখার পর তাঁর সুবর্ণ-পুঁথিতে আমার কৃতিত্বের কথা খোঁদাই করে রাখবেন। আমার সেই কৃতিত্ব গুরুত্বে তাঁর ক্ষমতাশালী পারিষদদের ছাপিয়ে যাবে।
"মহান ফারাও যেখানে তাঁর সকল মহিমার সাথে অধিষ্ঠান করেন, সেখানে গিয়ে আমি নতজানু হলাম...
আমার পারিষদেরা, আহমেদের জাদুর মহান কলাকৌশল দেখানোর আবেদনের ব্যাপারে আপনারা কী মতামত দেবেন?
গুজব শোনা যাচ্ছে যে ও নাকি অমঙ্গলের দেবতা সেথের উপাসনা করে!
ওকে এখনই দূর করে দিন, হে মহান ফারাও!
শয়তান শয়তানের জন্ম দিয়েছে!

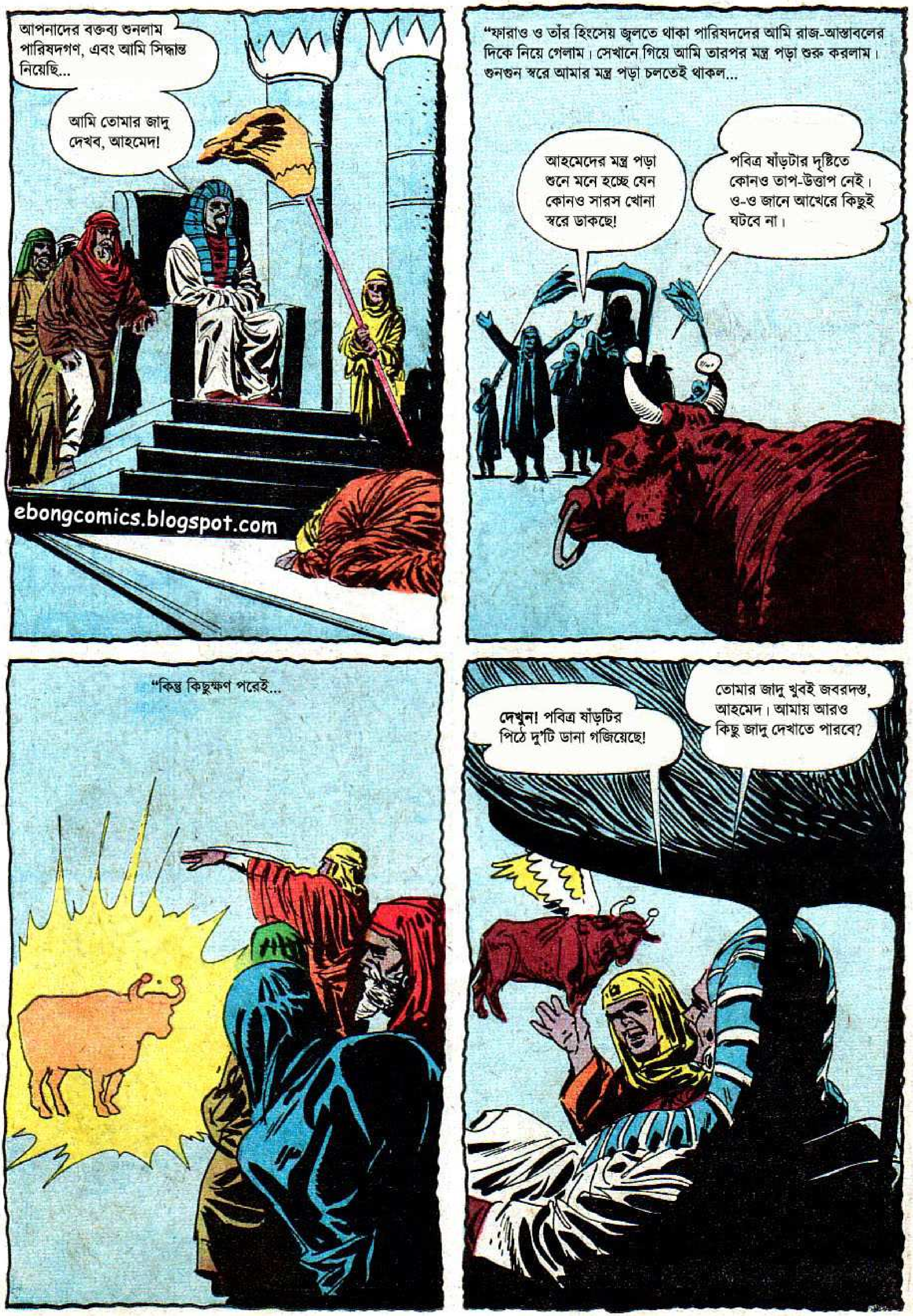
আপনাদের বক্তব্য শুনলাম পারিষদগণ, এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি...
আমি তোমার জাদু দেখব, আহমেদ!
ebongcomics.blogspot.com
"ফারাও ও তাঁর হিংসেয় জ্বলতে থাকা পারিষদদের আমি রাজ-আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি তারপর মন্ত্র পড়া শুরু করলাম। গুনগুন স্বরে আমার মন্ত্র পড়া চলতেই থাকল...
আহমেদের মন্ত্র পড়া শুনে মনে হচ্ছে যেন কোনও সারস খোনা স্বরে ডাকছে!
পবিত্র ষাঁড়টার দৃষ্টিতে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। ও-ও জানে আখেরে কিছুই ঘটবে না।
"কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই...
দেখুন! পবিত্র ষাঁড়টির পিঠে দু'টি ডানা গজিয়েছে!
তোমার জাদু খুবই জবরদস্ত, আহমেদ। আমায় আরও কিছু জাদু দেখাতে পারবে?

lebongcomics.blogspot.com

ebongcomics.blogspot.com

জঘন্য! ইতর! তোমার কালোজাদুর পরিণাম কী হতে পারে তা আমার দেখা হয়ে গেছে! এমনকিছুকে চিরতরে মুছে ফেলাটাই শ্রেয়!
আপনারা ওর ব্যবস্থা করুন! ওর মধ্যে যেন প্রাণের কণামাত্রটিও অবশেষ না থাকে!
"শাস্তি দেওয়ার জন্য ওরা আমাকে টেনেহিঁচড়ে মমি করার ঘরে নিয়ে গেল...
আহমেদের নশ্বর শরীরের সাথে সাথে ওর দুষ্ট আত্মারও বিনাশ নিশ্চিত করার জন্য ওকে মমি করার কাপড় দিয়ে জীবন্ত বেঁধে দাও!
ভাল করে বেঁধে ওকে এক নামবিহীন সমাধিতে সমাধিস্থ করো এবং অন্ধকারে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওর মৃত্যু হয় সেটা নিশ্চিত করো!
না! না!
না...
ম্পপফ! গললব!
ebongcomics.blogspot.com

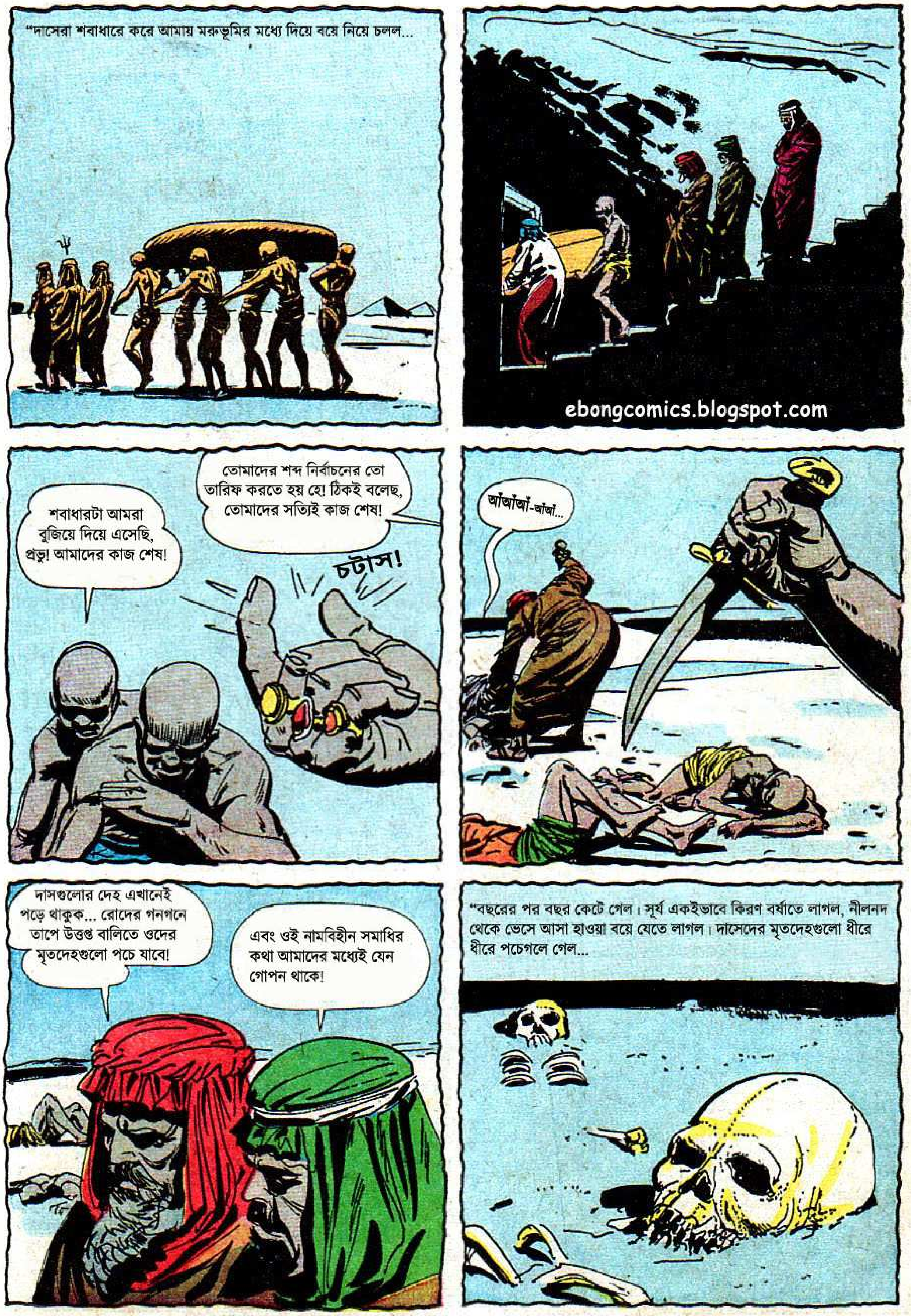
"দাসেরা শবাধারে করে আমায় মরুভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে নিয়ে চলল...
ebongcomics.blogspot.com
শবাধারটা আমরা বুজিয়ে দিয়ে এসেছি, প্রভু! আমাদের কাজ শেষ!
তোমাদের শব্দ নির্বাচনের তো তারিফ করতে হয় হে! ঠিকই বলেছ, তোমাদের সত্যিই কাজ শেষ!
চটাস!
আঁআঁআঁ-আঁআঁ...
দাসগুলোর দেহ এখানেই পড়ে থাকুক... রোদের গনগনে তাপে উত্তপ্ত বালিতে ওদের মৃতদেহগুলো পচে যাবে!
এবং ওই নামবিহীন সমাধির কথা আমাদের মধ্যেই যেন গোপন থাকে!
"বছরের পর বছর কেটে গেল। সূর্য একইভাবে কিরণ বর্ষাতে লাগল, নীলনদ থেকে ভেসে আসা হাওয়া বয়ে যেতে লাগল। দাসেদের মৃতদেহগুলো ধীরে ধীরে পচেগলে গেল...

"শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল। দাসেদের কঙ্কালগুলো মিহি গুঁড়ো হয়ে গিয়ে বাতাসে মিশে গেল..."
"কিন্তু ভূগর্ভস্থ সমাধির নিকষ কালো গুমোট অন্ধকারে..."
মহান দেবতা সেথের শক্তি এখনও আমার মধ্যে সক্রিয় আছে... আমি এখনও বেঁচে আছি... প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য!
"এবং তারপর ঘটল সেই ঘটনা..."
না! না!
"আমি মুক্ত হয়েছি। এবার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা এসেছে! ফারাওয়ের পারিষদদের...
"...বংশধরেরা এবার সবাই মরবে। একজনও বাদ যাবে না..."
এসব বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে!
তাই কি?
ebongcomics.blogspot.com

ebongcomics.blogspot.com

ebongcomics.blogspot.com

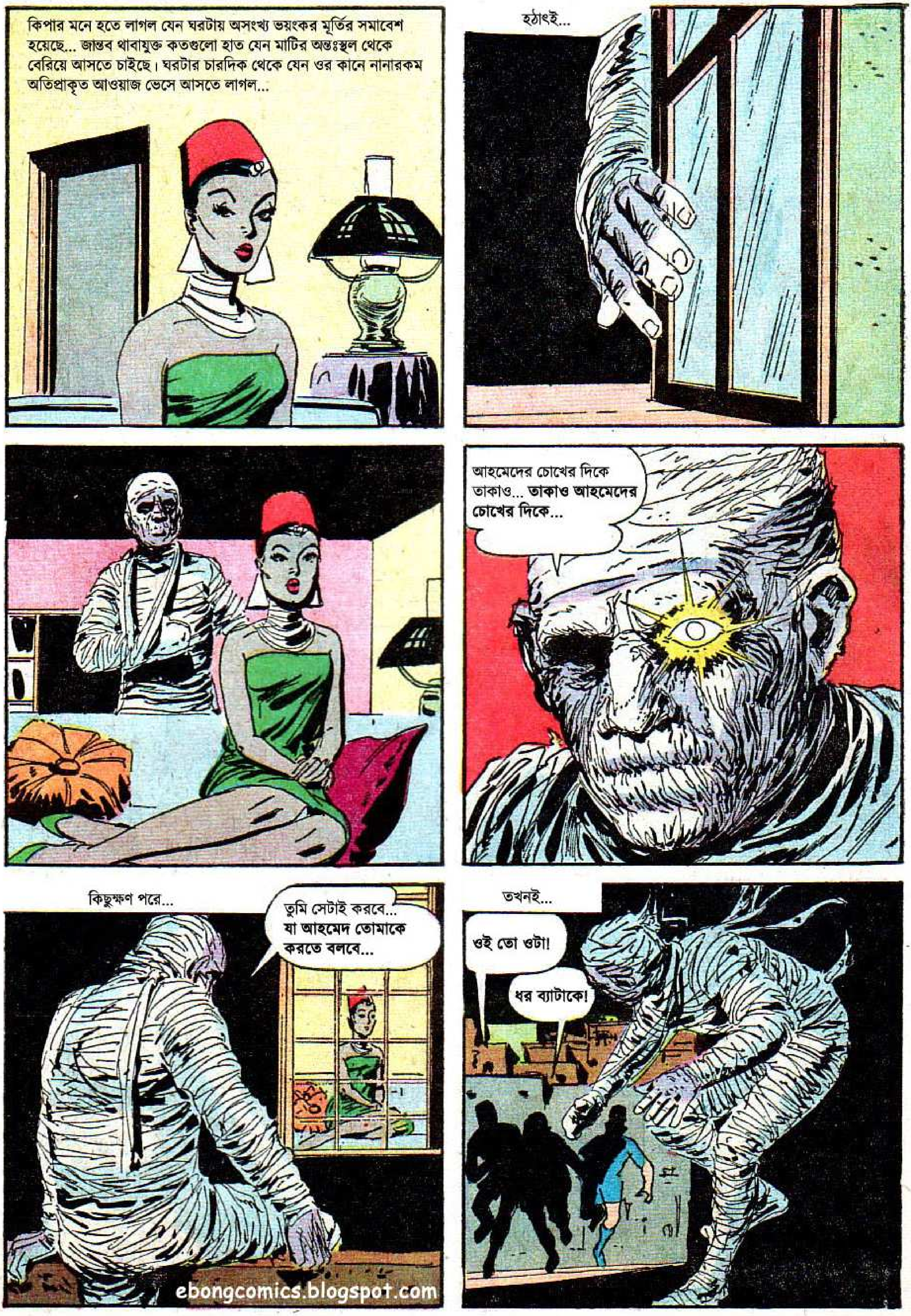

ebongcomics.blogspot.com

ebongcomics.blogspot.com

ebongcomics.blogspot.com

কিন্তু তারপর, এক মুহূর্তের জন্য গাড়ির ড্রাইভার রিয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকাল...
(ঢোঁক)
এক মুহূর্তই যথেষ্ট...
আমার কথা শোনো... আহমেদ যা বলছে তা-ই করো...
এই!
তুমি করছটা কী? থামো!
থামো!
ebongcomics.blogspot.com

স্টি-স্টিয়ারিং থেকে ওর হাত সরাতে পারছি না! মনে হচ্ছে যেন ও কোনও ঘোরের মধ্যে আছে!
সাবধান!
ট্রামটার সাথে গাড়ির ধাক্কা লাগতে চলেছে!
দমাস!
ebongcomics.blogspot.com
তুই!
গুলি চালাবেন না! গুলি ঠিকরে বেরিয়ে যাবে! এমনটা মোটেই করা উচিত হবে না!
ওর চোখের থেকে চোখ সরান!

ebongcomics.blogspot.com

ওটা পালাচ্ছে! পিরামিডের দিকে যাচ্ছে!
কোথায় গেল ওটা? আপনি দেখেছেন?
ওই যে ওদিকে! পিরামিডের চূড়ার উপর উঠছে!
তোমরা আহমেদকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে... এবার আহমেদ তোমাদের জন্য ফাঁদ পাতবে...
ebangcomics.blogspot.com
...এবার তোমরা আমার চোখের দিকে তাকাবে...
...এবং যখন তোমরা আহমেদের চোখের দিকে তাকাবে...

না! না!
আঁআঁআঁআঁ!
ebongcomics.blogspot.com
ক্-কী হল?
মনে আছে ও বলেছিল যখন বাতাস পাথরকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্ষয় করতে থাকে তখন সেটা ধুলোয় পরিণত হয়? এক্ষেত্রে, সেই ধুলোর নীচের শক্ত পাথরে ওর পা হড়কে গেছে...
দলাপাকানো শরীর ছাড়া এখন কিছুই আর ওর অবশিষ্ট নেই!
কিন্তু যখন ওরা পিরামিডের নীচে এসে পৌঁছল...
ক্-কিচ্ছু নেই... শুধু মমি করার কাপড় পড়ে আছে!
হঠাৎই এক কনকনে হাওয়া ওদের আশপাশ দিয়ে বয়ে গেল যেন। অনেক দূর থেকে যেন এক মৃদু, অতিপ্রাকৃত হাসি শুনতে পেল ওরা... হাসির আওয়াজটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে আবার যেন হাওয়াতেই মিলিয়ে গেল। ওদের মধ্যে একটা শিহরণ খেলা করে গেল...
...ওরা খুব ভাল করেই বুঝতে পারল... মমি আবার ফিরে আসবে!